গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

ইউনিট ৪

সংবিধান হল একটি রাষ্ট্রের দর্শন বা প্রতিচ্ছবি। উৎপত্তিগত অর্থে সংবিধান বলতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রতিষ্ঠা করাকে বোঝায়। একটি রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো সংবিধানে সুনির্দিষ্ট থাকে। সরকারের রূপ সংবিধান দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশের সংবিধানই সমসাময়িক কালে সমাজে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রচলিত বিশ্বাসের ফলস্বরূপ। হাল ছাড়া যেমন নৌকা চলে না, তেমনি সংবিধান ব্যতীত রাষ্ট্র ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। তাই একটি রাষ্ট্রে সংবিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, সংবিধানের সংশোধনী ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ -১ : বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন
পাঠ -২ : ১৯৭২ সালের সংবিধান
পাঠ -৩ : রাষ্ট্রীয় মূলনীতি
পাঠ -৪ : মৌলিক অধিকার
পাঠ -৫ : সংবিধানের সংশোধনীসমূহ
পাঠ -৬ : বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

পাঠ-৪.১ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গণপরিষদ, অধিবেশন, সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, বিল, অনুমোদন, কার্যকর

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে সদ্য

স্বাধীন দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের অস্থায়ী গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। এ গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে।

গণপরিষদ আদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। আদেশটি ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল থেকে কার্যকর হয়। এই আদেশ অনুসারে ডিসেম্বর, ১৯৭০ এবং জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে নির্বাচিত প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে বিবেচিত হয়। মৃত্যু এবং আইনে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার ফলে উভয় পরিষদ মিলে সর্বমোট ৪৬৯ জন সদস্যের স্থলে ৪০৪ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। গণপরিষদ তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করে।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

১০ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আইন ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে কমিটি প্রথম বৈঠক করে। এই কমিটি সংবিধান সম্পর্কে মতামত লাভের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকগুলো বৈঠক করে। 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে ৯৮টি প্রস্তাব ও সুপারিশ পায়। ১০ জুন, ১৯৭২ সালে কমিটির শেষ বৈঠকে সংবিধানের প্রাথমিক খসড়াটি অনুমোদন করা হয়। ১১ জুন, ১৯৭২ সালে কমিটির সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১১ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে কমিটি সর্বশেষ আলাপ-আলোচনা করে এবং সেদিনই সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।

গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন

১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে খসড়া সংবিধানটি বিল আকারে পেশ করা হয়। গণপরিষদে বিলটির ওপর বক্তব্য দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত।' তিনি আরো বলেন, 'এই সংবিধান দেশের সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।' বিল উত্থাপনকালে আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, ''এই সংবিধান গণতান্ত্রিক উপায়ে এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় আইনের শাসন, জনগণের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে।'

খসড়া সংধিানের চূড়ান্ত অনুমোদন

১৯ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধানের প্রথম পাঠ শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। অত:পর ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় এবং ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এ পাঠ চলে। ৪ নভেম্বর সংবিধানের ওপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয়। ঐ দিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে গণপরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশের সংবিধানকে তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ করেন। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বলেন, ''একটি জাতি হিসেবে বাঙালিরা ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সংবিধান প্রণয়ন করল।'' গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এ সংবিধান বিজয় দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল থেকে কার্যকর করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন ছিল যুগান্তরী পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বের অন্যতম ফসল স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান। এই সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন, স্বাধীনতা, সাম্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নয় বছরে পাকিস্তান প্রথম সংবিধান প্রণয়নে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে বিজয় অর্জনের মাত্র এক বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করে। এই সংবিধানে বাঙালি জাতির সকল আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশ সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন কখন?

(ক) ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ (খ) ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২

(গ) ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ (ঘ) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

২। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিল?

(ক) ২৮ (খ) ৩০

(গ) ৩২ (ঘ) ৩৪

৩। অস্থায়ী গণপরিষদ আদেশ কে জারী করেন?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) তাজউদ্দীন আহমেদ

(গ) ড. কামাল হোসেন (ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমদ

পাঠ-৪.২ ১৯৭২ সালের সংবিধান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌলিক অধিকার, মূলনীতি, নাগরিকত্ব, সংবিধানের সার্বভৌমত্ব, সংসদীয় সরকার পদ্ধতি, জনগণের সার্বভৌমত্ব।

বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি জাতির অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে স্বত:স্ফূর্ত সাড়া দেয় এবং বীরত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বিজয় অর্জনের এক বছরের মধ্যেই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন, যা ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর কার্যকর হয়। নিম্নে ১৯৭২ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল :

১. প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা : বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগে ১নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা রয়েছে। এ প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা ''গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'' নামে পরিচিতি।

২. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি : ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৮(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি। যথা : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই নীতিসমূহ এবং তার সঙ্গে এই নীতিসমূহ হতে উদ্ভূত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে পরিগণিত।

৩. মৌলিক অধিকার : সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের জন্য কতকগুলো মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং অধিকারের পথ উন্মুক্ত করার জন্য প্রগতিশীল সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান ঘোষিত মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে; আইনের দৃষ্টিতে সমতা, সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, সাম্যের অধিকার, চলাফেরা, সভা-সমিতি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা সম্পত্তির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি।

৪. সংসদীয় সরকার পদ্ধতি : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান। নিয়মতান্ত্রিক প্রধান থাকবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদ হবে দেশের প্রকৃত শাসক। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

৫. লিখিত সংবিধান : বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত এবং গ্রন্থীত। সংবিধানের ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং একটি প্রস্তাবনাসহ ৭টি তফসিল রয়েছে। সংবিধানে সরকারের তিনটি বিভাগসহ গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী যেমন- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, অ্যার্টনি জেনারেলসহ অন্যান্যদের ক্ষমতা, কার্যাবলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

৬. জনগণের সার্বভৌমত্ব : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। সংবিধানে বলা হয়েছে, ''জনগণই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবে।''

৭. সংবিধানের সার্বভৌমত্ব : বাংলাদেশ সংবিধানে শাসনতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের বিধান রয়েছে। এখানে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রই হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন যে কোন আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. নাগরিকত্ব : বাংলাদেশ সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবে।

৯. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট'। আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অর্থাৎ প্রশাসনিক আদেশসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।

১০. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান : বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনগত দিক থেকে দুষ্পরিবর্তনীয়। অর্থাৎ এ সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তবে শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন করা যায়। এ জন্য সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি দরকার।

১১. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র : সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। বাংলাদেশে কোন প্রদেশ নেই। সে কারণে এখানে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা করে।

১২. মালিকানা নীতি : বাংলাদেশ সংবিধানে এ দেশের নাগরিকদের তিন ধরনের মালিকানা নীতি স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এগুলো হচ্ছে (i) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (ii) সমবায়ী মালিকানা ও (iii) ব্যক্তিগত মালিকানা

১৩. এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা : বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। এটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়।

১৪. সংবিধান সংশোধনীর বিধান : সংবিধানের যে কোনো ধারা সংশোধন বা বাতিল করার জন্য পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক প্রস্তাব বা ভোট গ্রহণের বিধান সংবিধানে রয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা বা অংশগ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭২ সালের সংবিধান বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাকর। কেননা এ সংবিধানের মাধ্যমেই নাগরিকদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭২ সালের সংবিধানে বাঙালি জাতির অস্তিত্ব, সংগ্রাম, স্বাধীনতা এবং অধিকারগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে। এ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যপরিধিসহ সংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয় কখন?

(ক) ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ (খ) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর

(গ) ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর (ঘ) ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর

২। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি?

(ক) ৪টি (খ) ৬টি

(গ) ৮টি (ঘ) ১০টি

৩। বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?

(ক) কংগ্রেস (খ) পার্লামেন্ট

(গ) জাতীয় সংসদ (ঘ) লোকসভা

৪। বাংলাদেশের আইনসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ৩০০ (খ) ৩১৫

(গ) ৩৩০ (ঘ) ৩৫০

৫। বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হল-

i.দুষ্পরিবর্তনীয়

ii.জনগণের সার্বভৌমত্ব

iii. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৪.৩ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে আনীত পরিবর্তনসমূহ জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান, মূলনীতি, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক এক বছর পর, অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের আমলে সংবিধানের মূলনীতিতে অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রথম সংবিধানের মূলনীতিগুলো পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ রয়েছে।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় অধ্যায়ের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো বর্ণিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের স্তম্ভ বা মৌলিক আদর্শ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, উপরোক্ত চারটি নীতিসহ ২য় ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে। নিম্নে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

i. জাতীয়তাবাদ : ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (অনুচ্ছেদ ৯)।

ii. সমাজতন্ত্র : মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হল রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (অনুচ্ছেদ ১০)

iii. গণতন্ত্র : প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। (অনুচ্ছেদ ১১)

iv. ধর্মনিরপেক্ষতা : ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেওয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিপীড়নের অবসান। (অনুচ্ছেদ ১২)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির শ্রেণিকরণ :

বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহকে চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। নিম্নে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির শ্রেণিকরণ করা হল -

১. অর্থনৈতিক সম্পর্কিত নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগের ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ (২) এবং ২০ নং অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক সম্পর্কিত নীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

   i. রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হবে;

ii. নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে;
iii. গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করবে;
iv. রাষ্ট্র কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটাবে।
v. যোগ্যতা ও কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে।
vi. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
vii. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র তিন ধরনের মালিকানা যথা- রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

২. সামাজিক সম্পর্কিত নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগের ১৪, ১৫, ১৭ এবং ১৮নং অনুচ্ছেদে সামাজিক সম্পর্কিত নীতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

i. রাষ্ট্র জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করবে;
ii. আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্য হানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
iii. গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
iv. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।
v. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কার্যকর ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।
vi. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. আইন ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগের ৯, ১০, ২২, ২৩ ও ২৪ নং অনুচ্ছেদে আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

i. রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
ii. জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প কলাসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
iii. রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতিসমূহ : বাংলাদেশ সংবিধানে ২৫ নং অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত নীতির উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

i. অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।
ii. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা
iii. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করা।
iv. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করা।
v. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে আনীত পরিবর্তনসমূহ :

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির চারটি মূল স্তম্ভে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যাকান্ডের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা দখল করেন জিয়াউর রহমান। এই সামরিক শাসক ১৯৭৯

সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চারটি মূল স্তম্ভের তিনটিতে পরিবর্তন আনেন। সংশোধনী বা পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ-

১. জাতীয়তাবাদ : 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ধরণ বা ভিত্তি কি হবে সংশোধনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয় নি।

২. সমাজতন্ত্র : সমাজতন্ত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। এতে বলা হয় সমাজতন্ত্রের স্থানে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র।

৩. ধর্মনিরপেক্ষতা : সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া হয়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২৯ আগস্ট, ২০০৫ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে আপিল বিভাগ ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ সালে হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহাল রাখে। এই ধারাবাহিকতাতে ২০১১ সালের ২৫ জুন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের অন্তর্ভূক্তিকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ৮(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''এ নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাই নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।''

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৪টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

২। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ ছিল?

i. জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র

ii. গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

iii দ্বিজাতি তত্ত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) I (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৩। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ করে অবৈধ ঘোষণা করে?

ক) ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ খ) ১০ জুন, ২০১২

(গ) ৫ মার্চ, ২০১৫ (ঘ) ১০ জুলাই, ২০১৬

পাঠ-৪.৪ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মৌলিক অধিকার বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, জবরদস্তি শ্রম, বাক স্বাাধীনতা, ধর্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার বলতে বোঝায়, রাষ্ট্র প্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধা যা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য। সংবিধানের সংশোধন কিংবা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা ছাড়া মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন করা যায় না। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকার কারণে এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। উত্তম সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে মৌলিক অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা। মৌলিক অধিকার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

সুতরাং মৌলিক অধিকার হল নাগরিক জীবনের ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত, ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ যা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত থাকে, সরকার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না।

বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ

আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার অন্তর্ভূক্ত থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ নং অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ তুলে ধরা হল-

১. আইনের দৃষ্টিতে সমতা : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী। [অনুচ্ছেদ-২৭]

২. নানান কারণে বৈষম্য : ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ-২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩)]

৩. সরকারি নিয়োগলাভের সুযোগের সমতা : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না। কিংবা সে ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ২৯(১), ২৯ (২)]

৪. বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ : রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না। [অনুচ্ছেদ-৩০]

৫. আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার : আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত: আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। [অনুচ্ছে-৩১]

৬. জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ : আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ-৩২]।

৭. গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ : গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁর মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও তাঁর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না। গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হাজির করা হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাকে অতিরিক্ত সময় প্রহরায় আটক রাখা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ৩৩(১), ৩৩(২), ৩৩(৩ক)]

৮. জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ : সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ। এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত: দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে ফৌজদারি অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। [অনুচ্ছেদ-৩৪(১), ৩৪(২ ক)]

৯. বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ : এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অদিকারী হবে। কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ৩৫(১), ৩৫ (২), ৩৫ (৩), ৩৫ (৪), ৩৫ (৫)]

১০. চলাফেরার স্বাধীনতা : জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থান এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুন:প্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। [অনচ্ছেদ- ৩৬]

১১. সমাবেশের স্বাধীনতা : জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। [অনুচ্ছেদ- ৩৭]

১২. সংগঠনের স্বাধীনতা : জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। [অনু-৩৮]

১৩. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্স্বাধীনতা : বাংলাদেশ সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অন্যান্য আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হয়। [অনুচ্ছেদ- ৩৯(১), ৩৯ ২ক), ৩৯ ২খ)]

১৪. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকবে। [অনুচ্ছেদ- ৪০]

১৫. ধর্মীয় স্বাধীনতা : আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হলে তাঁকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসানায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না। [অনুচ্ছেদ- ৪১(১), ৪১(২), ৪১(১ক), ৪১(১খ)

১৬. সম্পত্তির অধিকার : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ৪২(১)

১৭. গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ : রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা

লাভের অধিকার থাকবে এবং চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তারক্ষার অধিকার থাকবে। [অনুচ্ছেদ ৪৩, ৪৩(ক), ৪৩(খ)]

১৮. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ : বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ- ৪৪(১)]

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানে যে সকল মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে তা নাগরিকের জন্য কল্যাণকামী এবং যুগোপযোগী। সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে দায় মুক্তির বিধান এবং কতিপয় আইনের হেফাজতের কথাও সন্নিবেশিত রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

মৌলিক অধিকার হলো এমন কিছু অধিকার যা কোনো দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। গণতান্ত্রিক সরকার তার শাসনতান্ত্রিক উৎকর্ষ বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। বস্তুত বর্তমান আধুনিক বিশ্বে শাসক শ্রেণির সফলতা নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি হলো তাঁরা জনগণকে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা কতটুকু দিতে পেরেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধানের কোন ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত?

(ক) ১ম ভাগ (খ) ২য় ভাগ

(গ) ৩য় ভাগ (ঘ) ৪র্থ ভাগ

২। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' সংবিধানে কত নাম্বার অনুচ্ছেদে রয়েছে?

(ক) ২৪ নং (খ) ২৫ নং

(গ) ২৬ নং (ঘ) ২৭ নং

৩। মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্যে অপরিহার্য শর্ত

ii. সংবিধান হতে প্রাপ্ত

iii. আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-৪.৫ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংবিধানের সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান সংশোধন, জরুরি অবস্থা, সামরিক শাসক, গণতন্ত্র, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা।

সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনে জনগণের কল্যাণার্থে সংবিধানের সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ নং অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী প্রেসিডেন্টরা নিজেদের স্বার্থের সংবিধান সংশোধন করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধান জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল-

১. প্রথম সংশোধনী : প্রথম সংশোধনীর শিরোনাম হচ্ছে সংবিধান [প্রথম সংশোধন] আইন, ১৯৭৩। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১৫ জুলাই, ১৯৭৩। প্রথম সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু ছিল 'গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্যান্য অপরাধ' এর বিচার ও শাস্তি অনুমোদন।

২. দ্বিতীয় সংশোধনী : দ্বিতীয় সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [দ্বিতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৩। সংসদে বিল পাশের তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। দ্বিতীয় সংশোধনীর দ্বারা জরুরি অবস্থাকালীন নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।

৩. তৃতীয় সংশোধনী : তৃতীয় সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [তৃতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৪। সংসদে পাশের তারিখ ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪। তৃতীয় সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত রেখা সংক্রান্ত একটি চুক্তি কার্যকর করা।

৪. চতুর্থ সংশোধনী : চতুর্থ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [চতুর্থ সংশোধন] আইন, ১৯৭৫। সংসদে পাশের তারিখ ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫। চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন পদ্ধতি এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন করা হয়।

৫. পঞ্চম সংশোধনী : পঞ্চম সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [পঞ্চম সংশোধন] আইন, ১৯৭৯। বিলটি সংসদে পাশের তারিখ ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯। পঞ্চম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা থেকে শুরু করে ৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডের বৈধতা দান।

৬. ষষ্ঠ সংশোধনী : ষষ্ঠ সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [ষষ্ঠ সংশোধন] আইন, ১৯৮১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৮ জুলাই, ১৯৮১। ষষ্ঠ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল উপ-রাষ্ট্রপতির পদে থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা।

৭. সপ্তম সংশোধনী : সপ্তম সংশোধনীর শিরোনাম হচ্ছে সংবিধান [সপ্তম সংশোধন] আইন, ১৯৮৬। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১১ নভেম্বর, ১৯৮৬। সপ্তম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ২৪ মার্চ, ১৯৮২ থেকে ১১ নভেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত সামরিক শাসকের অধীনে যে সকল আদেশ জারি হয় তা বৈধতা দান।

৮. অষ্টম সংশোধনী : অষ্টম সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [আষ্টম সংশোধন] আইন, ১৯৮৮। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৭ জুন, ১৯৮৮। অষ্টম সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা। এ ছাড়া ঢাকার ইংরেজি বানান Dacca থেকে Dhaka এবং Bengali এর নাম Bangla করা হয়।

৯. নবম সংশোধনী : নবম সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [নবম সংশোধন] আইন, ১৯৮৯। এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ এক ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ পরপর দুই মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও প্রয়োজন হলে জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগের বিধান করা হয়।

১০. দশম সংশোধনী: দশম সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [দশম সংশোধন] আইন, ১৯৯০। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১২ জুন, ১৯৯০। দশম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল- সংসদে নারীদের জন্য পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণ করা।

১১. একাদশ সংশোধনী : একাদশ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [একাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৬ আগস্ট, ১৯৯১। একাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের পূর্ববর্তী পদে ফিরে যাবার বিধান।

১২. দ্বাদশ সংশোধনী: দ্বাদশ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [দ্বাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৬ আগস্ট, ১৯৯১। দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পুন:প্রবর্তন।

১৩. ত্রয়োদশ সংশোধনী: ত্রয়োদশ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [ত্রয়োদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯৬। সংসদে বিলটি পাশ হয় ২৭ মার্চ, ১৯৯৬। ত্রয়োদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৪. চতুর্দশ সংশোধনী: এ সংশোধনীর শিরোনাম [চতুর্দশ সংশোধন] আইন, ২০০৪। বিলটি সংসদে পাশ হয় ১৬ মে, ২০০৪। চতুর্দশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৪৫টি নারী আসন সংরক্ষণ। এছাড়াও এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিস সহ অন্যান্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বিধান করা হয়।

১৫. পঞ্চদশ সংশোধনী: পঞ্চদশ সংশোধনীর শিরোনাম ছিল সংবিধান [পঞ্চদশ সংশোধন] আইন, ২০১১। বিলটি সংসদে পাশ হয় ৩০ জুন, ২০১১। পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল।

১৬. ষোড়শ সংশোধনী : ষোড়শ সংশোধনীর শিরোনাম সংবিধান [ষোড়শ সংশোধন] আইন, ২০১৪। বিলটি সাংসদে পাশ হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪। ষোড়শ সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া।

বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় এবং জনগণের স্বার্থে এখন পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। এর মধ্যে একাধিক সংশোধনী হয়েছে অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের আমলে। ভবিষ্যতে হয়তো সংবিধানের আরো সংশোধনী হতে পারে। তবে তা অবশ্যই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর একটি তালিকা প্রস্তত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধান এখন পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সরকার ও অবৈধ ক্ষমতা দখলদারদের দ্বারা ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। জাতীয় প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনী একটি স্বাভাবিকতা। কিন্তু এই পরিবর্তন কোনভাবেই ক্ষমতা দখলের বৈধতা দান কিংবা কোন দলের ক্ষমতা কুক্ষীগত করণের স্বার্থে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ সংবিধান এ পর্যন্ত কত বার সংশোধন করা হয়েছে?

(ক) ১৪ (খ) ১৫

(গ) ১৬ (ঘ) ১৭

২। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কবে গৃহীত হয়?

(ক) ১৯৭২ সাল (খ) ১৯৭৩ সাল

(গ) ১৯৭৪ সাল (ঘ) ১৯৭৪ সাল

৩। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর বিষয়বস্তু কি ছিল?

(ক) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন (খ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(গ) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম (ঘ) বহুদলীয় গণতন্ত্র

৪। পঞ্চদশ সংশোধনীর মূল বৈশিষ্ট্য হল-

(ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন (খ) রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন

(গ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন (ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ

পাঠ-৪.৬ বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংবিধান সংশোধন, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, জাতীয় সংসদ, রাষ্ট্রপতির সম্মতি, সংসদ কর্তৃক গ্রহণ।

সময়ের প্রয়োজনে যে কোন দেশের সংবিধানের পরিবর্তন ও সংশোধন আবশ্যক হয়ে যেতে পারে। তাই প্রায় প্রত্যেক দেশেই সংবিধান সংশোধনীর বিধান থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এ ধরণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবিধান এ যাবৎ ১৬ বার সংশোধন হয়েছে। কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পবির্তনীয় সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত। এ সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সংবিধান সংশোধনীর জন্য অন্তত দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হয়। সংবিধানের দশম ভাগে ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদ আইন দ্বারা সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন বা রহিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে এ জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো মেনে চলতে হয়।

১. শিরোনাম/বিষয় নির্ধারণ : সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের শিরোনামে, এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ- ১৪২(ক)]
২. সংসদ কর্তৃক গ্রহণ : সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে না। [অনুচ্ছেদ- ১৪২(খ)]
৩. উপরোক্ত নিয়মে কোন বিল গৃহীত হবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হলে, উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিকে সম্মতিদান করবেন, এবং তিনি সম্মতিদানে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। [অনু: ১৪২(গ)]

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানের সংশোধন অনেক সময় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই সংবিধান প্রণয়নের সময়ই বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র তা সংশোধনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর ব্যতয় ঘটেনি। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন একটি জটিল প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে সংবিধান-সংশোধন পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে?

ক) ১৩৭ খ) ১২৯

গ) ৫৭ ঘ) ১৪২

২। কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশের সংবিধান কোন প্রকৃতির?

ক) সুপরিবর্তনীয় খ) অলিখিত

গ) দুষ্পরিবর্তনীয় ঘ) কোনটি নয়

৩। বাংলাদেশের সংবিধান মোট কতবার সংশোধিত হয়েছে?

ক) ১৫ খ) ১৬

গ) ১৪ ঘ) ১২

৪। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় সংসদের নূন্যতম কত সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হয়?

ক) এক-তৃতীয়াংশ খ) দুই-তৃতীয়াংশ

গ) এক-চতুর্থাংশ ঘ) এক-পঞ্চমাংশ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সকল ধর্মাবলম্বীদের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার কথা কোথায় বলা হয়েছে?

(ক) ছয় দফা (খ) সংবিধান

(গ) সামরিক ফরমান (ঘ) গোপন নথি

২। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ করা হয়েছে কোন সংশোধনীতে?

(ক) চতুর্থ সংশোধনী (খ) দ্বাদশ সংশোধনী

(গ) চতুর্দশ সংশোধনী (ঘ) ষোড়শ সংশোধনী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

পৌরনীতি ও সুশাসন ক্লাসে মুনিরা জাহান ম্যাডাম বললেন, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার গঠন কাঠামো ও কর্ম পরিসর জটিল ও ব্যাপক। এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার দলিল ও নীতিগুলো সুস্পষ্ট ও লিখিত হওয়া আবশ্যক। একজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম বাংলাদেশে কি এর রকম লিখিত সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে যা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। ম্যাডাম বললেন, হ্যাঁ।

৩। বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়-

(ক) গণপরিষদের মাধ্যমে (খ) ডিক্রি জারির মাধ্যমে

(গ) প্রথার ভিত্তিতে (ঘ) নির্বাহী আদেশে

৪। বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হল-

i. গণতন্ত্র

ii. বাঙালি জাতীয়তাবাদ

iii. ধর্ম নিরপেক্ষতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ নং ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

গীতি 'ক' নামক একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিক হিসেবে সে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। আর এ সুবিধাগুলো তাকে ব্যক্তিত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

৫। উদ্দীপকে গীতি রাষ্ট্র কর্তৃক যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তা কোন অধিকারের অন্তর্ভূক্ত?

(ক) ব্যক্তিগত অধিকার (খ) মৌলিক অধিকার

(গ) সামাজিক অধিকার (ঘ) রাজনৈতিক অধিকার

৬। বাক স্বাধীনতা, সমাবেশ করার মত অধিকার ক্ষুন্ন করা যায় না-

i. সরকারের ইচ্ছা ছাড়া

ii. সংবিধান সংশোধন ছাড়া

iii. জরুরি অবস্থা জারি ছাড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৭। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না-

i. টাকা-পয়সা

ii. সাহায্য-সহযোগিতা

iii. উপাধি, ভূষণ বা সম্মান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii (গ) iii (ঘ) ii ও iii

৮। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কয়টি?

(ক) ৩ (খ) ৪

(গ) ৫ (ঘ) ৬

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সংবিধান রাষ্ট্রের দর্শন স্বরূপ। আদর্শ পরিস্থিতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এতে সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদকে নিয়মতান্ত্রিক করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত করা হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত নির্বাহী হয়ে উঠেন এবং আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক) সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে?

খ) ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত সংশোধনীটি সংবিধানের কততম সংশোধনী এবং তা কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু করে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) ''দ্বাদশ সংশোধনীটি বাংলাদেশের সরকার ও শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে''- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

২। আসিফ ও আমির দুই ভিন্ন দেশের নাগরিক। চাকুরির কারণে তারা কানাডায় বাস করে। আরিফ আমিরের দেশের সংবিধান পাঠ করে জানতে পারে যে আমিরের দেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। উক্ত সংবিধানে আইনসভার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে শাসন বিভাগকে আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয়েছে। তবে আমিরের দেশের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয় নাই।

ক) বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ কয়টি?

খ) মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়?

গ) আমিরের দেশের সংবিধানের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের যে মিল পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) বাংলাদেশের সংবিধান কোন অর্থে আমিরের দেশের সংবিধান থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য? বিশ্লেষণ করুন।

৩। একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন মৌলিক দলিল। 'ক' রাষ্ট্রটি স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে উক্ত দলিলটি রচনা করে। দলিলটিতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়াদি উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলটি জাতীয় প্রয়োজনে কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

ক) বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর হয়?

খ) বাংলাদেশ সংবিধানের যে কোন একটি মূলনীতি ব্যাখ্যা করুন।

গ) উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্র বলতে কোন রাষ্ট্রের ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিলের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রটির মৌলিক দলিল সংশোধনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১। গ ১। ঘ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ ৬। খ ৭। গ